International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/2
VOLUME-1, ISSUE-2-3, ibjcal2019SD09, pp. 128-137

IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

হকারবৃত্তান্তের বিবর্তন: অপারেশন সানশাইন থেকে কেন্দ্রীয় আইন

রিম্পা ঘোষ
Ph.D Research Scholar in Centre for Studies in Social Sciences
Email Id: rimpa.ghosh@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received
Received (revised form) NA
Accepted
Paper_Id: **ibjcal2019SD09**

Keywords:
হকার
অপারেশন সানশাইন
জীবিকা
অধিকার
হকার আইন

ABSTRACT

হকার শব্দটি বহু ব্যবহৃত এবং সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্নতা আছে। 'The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 তে আইনগত দিক থেকে এক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। এই পেশা বহু প্রাচীন। সাহিত্য ও সিনেমায় এর উল্লেখ আছে।দেশভাগের ফলে এই পেশার ব্যাপকতা বাড়ে। সাথে সাথে উচ্ছেদেও চলতে থাকে। ১৯৯৬ সালে 'অপারেশন সানশাইন' এর ব্যাপকতা গভীর।বহু হকার জীবন-জীবিকা চ্যুত হয়। রুটি-রুজি হারিয়ে ১৮ জন হকার আত্মহত্যা করেছিলেন।১৯৯১ সালের নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হওয়ার ফলে শহরে গতি আনতে, সৌন্দার্যায়নের স্বার্থে, নাগরিকদের চলাফেরার অসুবিধা হচ্ছে এই অজুহাতে এই উচ্ছেদ হয়। হকাররাও সংগঠিত হয়। তৈরি হয় হকার সংগ্রাম কমিটি। সর্বভারতীয় সংগঠন ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন তৈরি হয় এই উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়।২০০২ সালে কলকাতার এক কর্মশালা থেকে আইন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০০৬ সালে কলকাতা কর্পোরেশন হকারদের সুবিধার্থে এপেক্স কমিটি তৈরি করে। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার হকারদের জন্য 'মডেল বিল' আনে। অসংখ্য সংগ্রামের ফলে অবশেষে কেন্দ্রীয় হকার আইন তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি রায় এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও এই হকার আইন রূপায়ণ হয় নি প্রায় সব রাজ্যেই। হকার অর্থনীতি আজকের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১.০০ ভূমিকা

'হকার' শব্দটি এক বহুল প্রচলিত শব্দ। এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। কারও কারও মতে ঘুরে ঘুরে যারা ফেরি করেন তারাই হকার, আবার অনেকের মতে, যারা রাস্তার ধারে বা ফুটপাথে বসে বিকিকিনি করেন তারাই হকার। কেমব্রিজ অভিধান অনুসারে হকার শব্দের অর্থ,' someone who sells good in formally in public places.'[১] আর অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী,' A person who travels about selling goods typically advertising them by shouting.'[২]; ফলে এই পেশার নায্যতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলেছিল বির্তক। এই সমস্যার নিরসন হয় ২০১৪ সালের'The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act আইন হওয়ার পরবর্তী সময় থেকেই। আইনি এই অধিকার অর্জন করতে হকার আন্দোলনকে বহু পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

২০১৪ সালের আইন অনুযায়ী হকার বা স্ট্রীট ভেন্ডার বলতে বোঝায়- 'street vendors' means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering

services to the general public, in a street, lane, sidewalk, footpath, pavement, public park, or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be constructed accordingly;'[৩]

২.০০ ইতিহাস ও পেশা

এই পেশা প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক -জাতিকার কাহিনীতে সেরিবা আর সেরিবান উপাখ্যানের মধ্যে এই পেশা আমরা দেখতে পাই। ইংরেজ আমলেও হকারি পেশা ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' বইতে হকারের উল্লেখ আছে। সদ্য প্রয়াত মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে' চলচ্চিত্রে হকারি পেশা আমরা দেখতে পাই। যদিও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তার রূপ বর্তমানের থেকে ভিন্ন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে ওপার বাংলা থেকে দলে দলে ছিন্নমূল মানুষ কলকাতা শহরে আসে। স্বাভাবিক ভাবেইএই inward migration-এর ফলে জনসংখ্যার চাপ সহ্য করতে হয়েছিল পশ্চিমবাংলা আর কলকাতাকে। তাদের না ছিল বাসস্থান, না ছিল জীবিকার উপায়। তাদের এক বড় অংশ হকারি পেশা হিসেবে বেছে নেয়, মূলত শিয়ালদহ, কালিঘাট, হাতিবাগান আর গড়িয়াহাটকে। কিছু কিছু উদ্বাস্তু বাজারও তৈরি হয়। এক বিরাট অংশের মানুষ এই পেশার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬০ এর দশকে অন্য রাজ্য থেকে বিশেষত বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে জীবিকা আর কাজের খোঁজে মানুষ এই রাজ্যে এসেছিলেন। তাদের এক অংশও হকারিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৮০ এর দশকে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু শিক্ষিত বেকার যুবক হকারিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়।

তাছাড়া, আমাদের দেশে কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে বহু নিম্ন বিত্ত পরিবারে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও অর্থ ব্যইয়ের তুলনায় অগ্রাধিকার পায় বেঁচে থাকা বা অস্বিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। অনেক বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীরা অন্য কোন পেশা না পেয়ে নিজেদের বা পরিবারের অন্ন সংস্থানের কারণে হকারিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

৩.০০ উচ্ছেদ ও অপারেশন সানশাইন

কলকাতা শহরে হকাররা প্রথম বড় উচ্ছেদের সম্মুখীন হয় ১৯৮১ সালে শিয়ালদহ ফ্লাইওভার তৈরিকে কেন্দ্র করে। হকাররা নিজেদের জীবিকা থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করে। এই সময় বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করে, ১৯৭৭ এর পূর্বে যারা হকারি করতেন তাদের উচ্ছেদ করা হবে না এবং বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে 'পিটিশন কমিটি ' গঠিত হয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে পিটিশন কমিটি তার প্রথম রিপোর্টে পরিস্কারভাবে বলেযে হকার সমস্যা শুধু মাত্র কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়, এই বিষয়টা সারা দেশের সমস্যা, প্রত্যেক বড় শহর আর নগরের।[৪] ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল দেশের আর্থ- সামাজিক অবস্থার কারণেই হকারি পেশাকে বেছে নিতে হয়েছে। এই কমিটি আরো বলেছিলেনযে উচ্ছেদ কোন সমাধান নয়, তবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সেই সম্পর্কে তারা সরকারের কাছে সুপারিশও করে।[৫] হকার ইউনিয়নগুলো তাদের সুপারিশ মেনে নিলেও রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি।

কলকাতা পুরসভাও অনুরূপ 'কনসালটেটিভ কমিটি' গঠন করে। তারাও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে এবং সুপারিশ করে কলকাতা পুরসভা ১ মিটার বাই ১ মিটার স্থান ফুটপাতে হকারদের জন্য চিহ্নিত করবে।[৬] রাজ্য সকারের উদাসীনতায় তা কার্যকর হয় নি। ইতিমধ্যে হকাররা তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থে বিভিন্ন ইউনিয়নের মিলিত প্রয়াসে 'হকার সংগ্রাম কমিটি' তৈরি করেছে।

১৯৯১ সালে, নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হয়। শুরু হয় বিশ্বায়নের যুগ। একটি শব্দ 'উন্নয়ন' বহুল ব্যবহৃত হতে থাকে। এর ফলে অর্থনীতিতে কতগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পুঁজির সঞ্চয়ন ও মুনাফার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। সরকারি ক্ষেত্রকে বে-সরকারিকরণ করা শুরু হয়। সাথে যুক্ত ছিল বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ। বয়স্ক অ্যাম্বাসাডর বা মাঝ বয়সী মারুতি নয়, চাই অনেক নতুন গাড়ি। তাই ফুটপাথ কেটে রাস্তা বাড়াতে হবে। চাই বড় বড় দেশি বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার ভোগ্যপণ্য বিক্রির বাজার আর শপিং মল। তাই হকার মুক্ত শহর। এই নয়া উদারবাদী অর্থনীতির সাথে তাল মেলাতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নয়া শিল্প নীতি ঘোষণা করে। এই রাজ্য নতুন নতুন শিল্প তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নি সংস্থাগুলো থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলোতে কর্মসংকোচনের 'ম্যাকিনসে রিপোর্ট ' কার্যকর করা শুরু করে। আর তার জন্য চাই সৌন্দার্যায়ন, হকার মুক্ত শহর। সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হল হকাররা রাস্তাঘাট আর ফুটপাথ দখল করে নেয়, ফলে নাগরিকদের চলাফেরায় অসুবিধা হয়। আরও একটি যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল, হকারদের দৌলতে শহর নোংরা, ভিড়ে, ভিড়ে ভর্তি হয়ে আছে। সরকারের সাথে এই প্রচারে গলা মিলিয়েছিল কিছু সংবাদমাধ্যমও।

কেউই জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অস্বীকার করে না, বরং নিশ্চতভাবেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বিশ্বায়নের 'উন্নয়ন' মানুষের আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান আর স্বাধিকারকে হরণ করে। সাধারণ নাগরিকদের সুন্দর, সুস্থ জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত করে। হকাররা এই ধরণের 'উন্নয়ন'- এর বলি হয়।

সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কলকাতাকে হকার মুক্ত করা হবে। আন্দোলন আর আলাপ আলোচনা চলছিল সরকারের সাথে। ২৭ সেপ্টেম্বর হকারদের এই একটি মিছিল হয়। শুরু হয় রাত পাহারা। ২৩ নভেম্বর সরকার আশ্বাস দিয়েছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। পূর্বের সব আলোচনা, সুপারিশকে ভেস্তে দিয়ে ১৯৯৬ সালের ২৪ নভেম্বর রাজ্য সরকার মধ্য রাতে প্রায় ১০,০০০ পুলিশ, র‍্যাফ আর ক্যাডার বাহিনী দিয়ে উচ্ছেদ করে কলকাতার হাজার হাজার হকারকে। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন সানশাইন'। আগুন লাগানো হয় বহু স্টলে। প্রায় ১৬০০ স্টল ধ্বংস করা হয়েছিল হকার সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বের মতে। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বহু স্টল। ১০২ জন হকার নেতৃত্বকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেই রাতে। ২৭ নভেম্বর বন্ধ পালিত হয়।

এইটুকু শুধু নয়, ১৯৯৭ সালে তৎকানীন রাজ্য সরকার বিধানসভায় এক 'হকার' বিরোধী বিল পাশ করেছিলেন। এই বিলে বলা হয়েছিল 'হকারি' অ-জামিনযোগ্য অপরাধ এবং এর জন্য ৩ বছরের জেল এবং/অথবা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

রুটি-রুজির একমাত্র উপায় হকারি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ১৮ জন হকার আত্মহত্যা করেছিলেন। দারিদ্র্যের জন্য মারা গিয়েছিলেন প্রায় আরো ১০০ জন। আপাত ধাক্কা কাটিয়ে উঠে হকাররা লড়াই শুরু করে। লাগাতর মিছিল আর আইন অমান্য কর্মসূচী পালিত হয়। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ বিশেষত বুদ্ধিজীবিরা আর ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। দাবি উঠেছিল উচ্ছেদ নয়, সঠিক জায়গায় পুনর্বাসন ছাড়া জীবিকা কেড়ে নেওয়া চলবে না। তিন বছর কঠিন লড়াইয়ের ফলে হকাররা তাদের জায়গায় আবার হকারি শুরু করে।

৪.০০ আইন তৈরির ইতিবৃত্ত

২০০০ সালের ৭-৯ জানুয়ারী, কলকাতার লোরেটো স্কুলে হকারদের বিষয় নিয়ে এক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যের হকার ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা, আইন বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবি আর সরকারি অফিসাররা এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালা থেকেই হকারদের স্বার্থে জাতীয় নীতি আর আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি উঠে। এখান থেকে হকারদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন' এর সূচনা হয়।

ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ২০০১ সালে দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এক সভা আয়োজিত হয়। এই সভা থেকে শহরের হকারদের জন্য ড্রাফট পলিসি তৈরির জন্য 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়। টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন সভার অভিজ্ঞতাকে সংকলিত করে ২০০৪ সালে জাতীয় হকার নীতি প্রণয়ন করে। কিন্তু রাজনৈতিক সদ্দিচ্ছার অভাবের ফলে কোন রাজ্য সরকারই একে রূপায়িত করেনি।

২০০৬ সালে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে হকারদের জন্য কিছু বিষয় রূপায়িত হয়। কলকাতা পুরসভা এই সময়ে ২০০৪ এর পলিসি অনুযায়ী 'এপেক্স কমিটি' গঠন করে। এই এপেক্স কমিটিতে ৮০% হকারদের প্রতিনিধি ছিল। এছাড়াও পুরসভা, পুলিশদেরও প্রতিনিধি ছিল। এই এপেক্স কমিটি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কোন স্থায়ী কাঠামো রাখা যাবে না,রাস্তার উপর কোন হকার বসতে পারবে না, ফুটপাতের ১/৩ অংশ ব্যবহার করবে হকাররা আর ২/৩ অংশ থাকবে পথচারীদের চলার জন্য, কলকাতা শহরের ৫৮ টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগস্থলের ৫০ মিটারের মধ্যে কোন হকার হকারি করতে পারবে না এবং উপরিউক্ত বিধি নিষেধ ছাড়া কোথাও নো-হকিং জোন থাকবে না।[৭]

কেন্দ্রীয় আইন তৈরির জন্য আবারও লড়াই ও আলাপ আলোচনার ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে সংশোধিত জাতীয় নীতি আর 'The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Model Bill' পাশ হয়। ইতিমধ্যে সংবিধানের ৭৪ তম সংশোধনের ফলে জাতীয় ক্ষেত্রে এই আইন করা নিয়ে জটিলতা ছিল।

২০০৯ সালের নীতি ও মডেল আইনের রূপায়নের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারগুলোর কোন রকম সদ্দিচ্ছা ছিল না। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এক মামালায় বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি আর বিচারপতি জি এস সিংভির ডিভিশন বেঞ্চ এক রায়ে বলেন ৩০ জুন, ২০১১ এর মধ্যে সব রাজ্য সরকারকে ২০০৯ সালের মডেল আইন অনুযায়ী সব রাজ্য সরকারকে আইন তৈরি করতে হবে।[৮]

কিন্তু সপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরও রাজ্য সরকারগুলো রাজ্যে আইন করতে অনাগ্রহী। ন্যাশনাল হকার ফেডারেশনের ধারাবাহিক চাপের ফলে ১১ টা রাজ্য ড্রাফট তৈরি করে আর ৭ টি রাজ্যে হকার আইন পাশ হয়।

ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন কেন্দ্রীয় আইনের জন্য লড়াই এবং সরকারি স্তরে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যায়। কিন্তু ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে ফুটপাত পুরসভাগুলির অধীন এবং পুরসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় আইন তৈরির ক্ষেত্রে অন্তরায়। অনেক বির্তকের পর সংবিধানের জীবিকার অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ২২, ২৩, ২৪ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন করা যেতে পারে বলে মতামত উঠে আসে। অবশেষে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া তৈরি হয়। ২০১৪ সালে আইনটি লাগু হয়। এই আইনের ফলে হকারদেরকে আর বে আইনি দখলদার বলতে পারবে না সরকার বা অন্য কেউ।

এই আইনে ' Protection of Livelihood ' কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। হকারদের কেন্দ্রীয় আইন ২০১৪ অনুযায়ী, টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করে, সার্ভে করে, হকারদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার পরই স্থানান্তকরণ করা যাবে। উচ্ছদ তো সম্পূর্ণ বে-আইনি। এই আইনে জীবিকা রক্ষাকেই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল টাউন ভেন্ডিং কমিটিতে হকারদের ৪০% প্রতিনিধি, যারা হকারদের ভোটেই নির্বাচিত হবেন। আইনটির আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শহরের মোট জনসংখ্যার ২.৫% হকারদের জন্য জমির ব্যবস্থা রাখা। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হকারদেরও স্থান সংকুলান হয়।

'অপারেশন সানশাইন' থেকে কেন্দ্রীয় হকার আইন, ২০১৪ – এই দীর্ঘ যাত্রা পথের কতগুলি বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হকাররা আর তাদের সংগঠন বিশেষত ন্যাশনাল হকার ফেডারেশন তাদের লড়াইকে সামনের সারিতে রেখেছে আর কোন

ভোটমুখী বা সরকারমুখী দলের পকেট সংগঠন হয় নি। একদিকে লড়াই সংগ্রাম করেছে,অন্যদিকে ঐ লড়াইয়ের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়েছে। আইনি লড়াইও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা রায় উল্লেখ করা যেতে পারে। সোদান সিং বনাম দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কমিটির মামলায় বিচারপতি কুলদীপ সিং এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিলেন। রায়ে বলেছিলেন যে,'StreetTrading being a fundamental right has to be made available to the citizens subject to Article 19(6) of the Constitution. It is within the domain of the State to make any law imposing reasonable restrictions in the interest of the general public.This can be done by an enactment on the same line as in England or by any other law permissible under Article 19(6) of the Constitution. Inspite of repeated suggestions by this Court nothing has been done in this respect. Since a citizen has no right to choose a particular place in any street for trading, it is for the State to designate the streets and earmark the places from where street trading can be done. In-action on the part of the State would result in negating the fundamental right of the citizens. It is expected that the State will do the needful in this respect within a reasonabletime failing which it would be left to the courts to protect the rights of the citizens.'[৯]; অন্য এক মামলায় বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি আর বিচারপতি জি এস সিংভির ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছিলেন যে,' The fundamental right of the hawkers, just because they are poor and unorganized, cannot be left in a state of limbo nor can it left to be decided by the varying standards of a sheme which changes from time to time under the order of this Court';[১০]

আইন হলেও এর রূপায়ণের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারগুলির গড়িমসিভাব চলতে থাকে। আজও বন্ধ হয়নি উচ্ছেদ। কখনও সৌন্দার্যায়নের নামে,কখনও অনূর্ধ- ১৭ যুব বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে,কখনও স্মার্ট সিটির নাম করে। সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, দিল্লি আর এই রাজ্যের সল্টলেক, সেক্টর ৫, দুর্গাপুরে হকার উচ্ছেদ হয়েই চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হকারদের জন্য রাজ্য রুলস তৈরি করলেও তা কেন্দ্রীয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্ট তা বাতিল করে দিয়েছে। যেখনে কেন্দ্রীয় আইন বলছে, টাউন ভেন্ডিং কমিটিতে হকারদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে, রাজ্য রুলসে হকার প্রতিনিধিদের মনোনীত করার কথা বলা হয়েছিল।

৫.০০ উপসংহার

জমি, শহরের পরিষেবা বর্তমানে মুনাফার প্রধান ক্ষেত্র। কৃষক, ক্ষেতমজুরদের উচ্ছেদ করে বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করা হয়। এতে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ে, আর উচ্ছেদ হয় গরিব মানুষ। অর্থনীতিতে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়, যেমন, আই টি সেক্টর, নতুন শহর। স্মার্ট সিটি তৈরির পরিকল্পনা হয়। শহর সৌন্দার্যয়নের নামে খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। শপিং মল, অ্যাপ নির্ভর অর্থনীতি আজকের বৈশিষ্ট্য। এর জন্য চাই বাজার। আর এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা হকার, অসংগঠিত ক্ষেত্রের।

২০১৪ সালে ঘোষিত স্মার্ট সিটি পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে ভারতে। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার সেই সেই রাজ্যে স্মার্ট সিটির জন্য শহরগুলিকে চিহ্নিত করেছে। ২০১৫ সালে ভারত সরকার স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে ভারতের ১০০ টা শহরকে স্মার্ট সিটি হিসাবে বাছা হয়েছে। এই স্মার্ট সিটিগুলি পরিচালনার জন্য তৈরি হবে 'Special Purpose Vehicle' (SPV); এই SPV ২০১৩ সালের কোম্পানী আইন দ্বারা রেজিস্ট্রীকৃত লিমিটেড কোম্পানী হবে। আর এই SPV পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে CEO হাতে ন্যস্ত। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরদের কোন রকম ক্ষমতা থাকবে না। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী,শহরাঞ্চলের পরিষেবা দেওয়ার বা স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা

নগরপালিকার মত নির্বাচিত স্বায়াত্তশাসিত সংস্থাগুলোর। এই সব সংস্থাকে দেখাশুনা করে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের। ফলে স্মার্ট সিটিতে এই ধরণের সংস্থাগুলোর কোন দায়দায়িত্ব বা গুরুত্ব থাকবে না। কেন্দ্রীয় হকার আইন, ২০১৪ তে এর রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের ও স্থানীয় স্বায়াত্ত শাসিত সংস্থাগুলোর। স্মার্ট সিটিতে এই দায়িত্ব কার উপরে বর্তাবে তাও অজানা। স্মার্ট সিটি এমন এক শহর হবে যেখানে সমস্ত পরিষেবা কিনতে হবে। সংবিধান আর আইনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আর কেন্দ্রীয় হকার আইন, ২০১৪ এর বিরোধী এই স্মার্ট সিটি পরিকল্পনা।[১১] যেখানেই স্মার্ট সিটি ঘোষিত হয়েছে সেখানেই বড়ভাবেই উচ্ছেদ হচ্ছে হকার, বস্তিবাসী মানুষজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইন্দোর,ভুবনেশ্বর প্রভৃতি।

অ্যাপ নির্ভর অর্থনীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হকাররা। আমাজন, ফ্লিপকার্ট, সুইগি,জোম্যাটো প্রভৃতি দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য জিনিষপত্র সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এদের উপর সরকার কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নি। এই সমস্ত সংস্থাগুলো কোন ভারতীয় কর কাঠামোর মধ্যে নেই। ব্যবসা সংক্রান্ত কোন আইন দ্বারাও এরা নিয়ন্ত্রিত নয়। ফলে দেদার মুনাফা করছে এরা। আর মার খাচ্ছে হকারদের বেচা কেনা। বর্তমানে হকারদের আইন হলেও, তাদের আর এক নতুন লড়াই এই অ্যাপ নির্ভর কর্পোরেট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে। সরকারের কাছে দাবি, এ দেশের আইন মেনে এদের ব্যবসা করতে বাধ্য করানো।

ভারতের শ্রমজীবি মানুষদের ৯৩% অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। ভারতের জি ডি পি ৫০ শতাংশের কিছু বেশি আসে এই অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে।[১২] এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে হকারদের স্থান দ্বিতীয়, গ্রামীণ ক্ষেত মজদুরদের পরেই। প্রায় ৪ কোটি মানুষ এই পেশার সাথে যুক্ত। মূলত শহুরে গরিব,অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবিদের আর নিম্ন মধ্যবিত্তদের পরিষেবা দেয় এই হকাররা। হকারদের বিক্রিত দ্রব্যের অধিকাংশ আসে শহর আর গ্রামের ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাছ থেকে আর গৃহে নির্মিতশিল্প দ্রব্য। হকারদের উপর শহরের শ্রমজীবি মানুষেরা নির্ভরশীল যারা খাদ্য, বস্ত্রের জন্য প্রতিষ্ঠিত দোকানগুলো থেকে কিনতে পারেন না।

হকাররা এক ধরণের অর্থনীতি তৈরি করেছেন, যাকে আমরা ফুটপাত অর্থনীতিও বলতে পারি। এটি এক ধরণের ‘ low circuit economy’- যেখানে ক্ষুদ্র ক্রেতা আর বিক্রেতা আছে। সারা দেশের যোগফলে এটি এক বড় অর্থনীতি। এক সমীক্ষায় প্রকাশ সারা দেশে হকার অর্থনীতিতে দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ৮০০০ কোটি টাকা।[১৩] আর এই বিপুল পরমাণ লেনদেনকে নিজেদের কব্জায় পেতে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলো হকার আর তার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে চায়।

হকাররা সবচেয়ে কম জমি, জল আর শক্তির ব্যবহার করে। হকাররা খুব বেশি হলে গড়ে ৬ ফুট বাই ৪ ফুট জায়গায় হকারি করে থাকে। তারা অত্যন্ত কম বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে। আর বড় বড় শপিং মল, রেস্টুরেন্টে জায়গা লাগে প্রচুর আর বিরাট পরিমাণে খরচা হয় বিদ্যুৎ শক্তি। যথেছ, ব্যবহৃত হয় এয়ার কন্ডিশনার। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এই বিপুল পরিমাণে শক্তির ব্যবহার দায়ী। অথচ, প্রকাশ্য রাস্তায় হকারি করার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারাই গাড়ির ধোঁয়ার সামনে সরাসরি উন্মুক্ত থাকে। দীর্ঘদিন এই কাজের ফলে তাদের ফুসফুস জনিত রোগে ভুগতে হয়।

আর অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মতই এদের কোন সামাজিক সুরক্ষা নেই। নেই পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা স্বাস্থ্য বীমা। কেন্দ্রীয় হকার আইন, ২০১৪ তে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও আজ অবধি তা কোন রাজ্যেই লাগু হয় নি।

তাই, আমাদের দেশের হকারদের একদিকে আইন রূপায়ণের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে আর অন্যদিকে নানা কারণে জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে হওয়ার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে। বহুবিধ সমস্যার বিরুদ্ধে তার পথ হাঁটা চলছেই।

৬.০০ তথ্যসূত্র

১) https://dictionary-cambridge-org.cdn.ampproject.org

২) https://en.oxforddictionaries.org

৩) THE STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) ACT, 2014, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2014-7.pdf

৪) Roy, Arundhuti. (2000, 7-9 January) Approach Paper, THEME: Hawkers' Economic Development and Problems of Livelihood. Paper presented at the National Workshop at Kolkata in Loreto School. Hawker Sangram Committee, Kolkata, West Bengal

৫) Ghosh, Saktiman. (2012, 13 August) 'Street Vendors and Committees on street vendors at Kolkata Municipal Corporation and other Municipalities'. A Paper presented at the discussion and seminar on Street Vendors Model Act, 2009 of Street Vendors at Azim Premji University, Bangalore

৬) ঐ

৭) Letter from Mayor's Office, Kolkata Municipal Corporation to Secretary, Hawker Sangram Committee dated 07.06.2006 regarding the decision of Apex Committee meeting dated 22.02.2006

৮)In the Supreme Court of India, Original Appellate Jurisdiction in W. P. (C) No. 1699 of 1987 with W.P. (Civil) No. 77 of 2010
(https://www.wiego.org/.../Gainda_Ram_&_Ors[1]._vs_M.C.D._&_Ors._on_9_April,_2009.pdf)

৯) Sodan Singh Etc. Etc, vs New Delhi Municipal Committee &...
(https://indiankanoon.org/doc/165273)

১০) In the Supreme Court of India, Original Appellate Jurisdiction in W. P. (C) No. 1699 of 1987 with W.P. (Civil) No. 77 of 2010
(https://www.wiego.org/.../Gainda_Ram_&_Ors[1]._vs_M.C.D._&_Ors._on_9_April,_2009.pdf)

১১) Patel, Vibhuti.(2015) 'Smart City and Gender Budgeting' *Journal of Development Management and Communication*, volume-II, Number-3. July- September, pp- 285-291

১২) https://clrskills.com

১৩) Ghosh, Saktiman. (2012, 13 August) 'Street Vendors and Committees on street vendors at Kolkata Municipal Corporation and other Municipalities'. A Paper presented at the discussion and seminar on Street Vendors Model Act, 2009 of Street Vendors at Azim Premji University, Bangalore.

৭.০০ পরিশিষ্ট

তথ্য সূত্র ১০ এর চিঠির ছবি

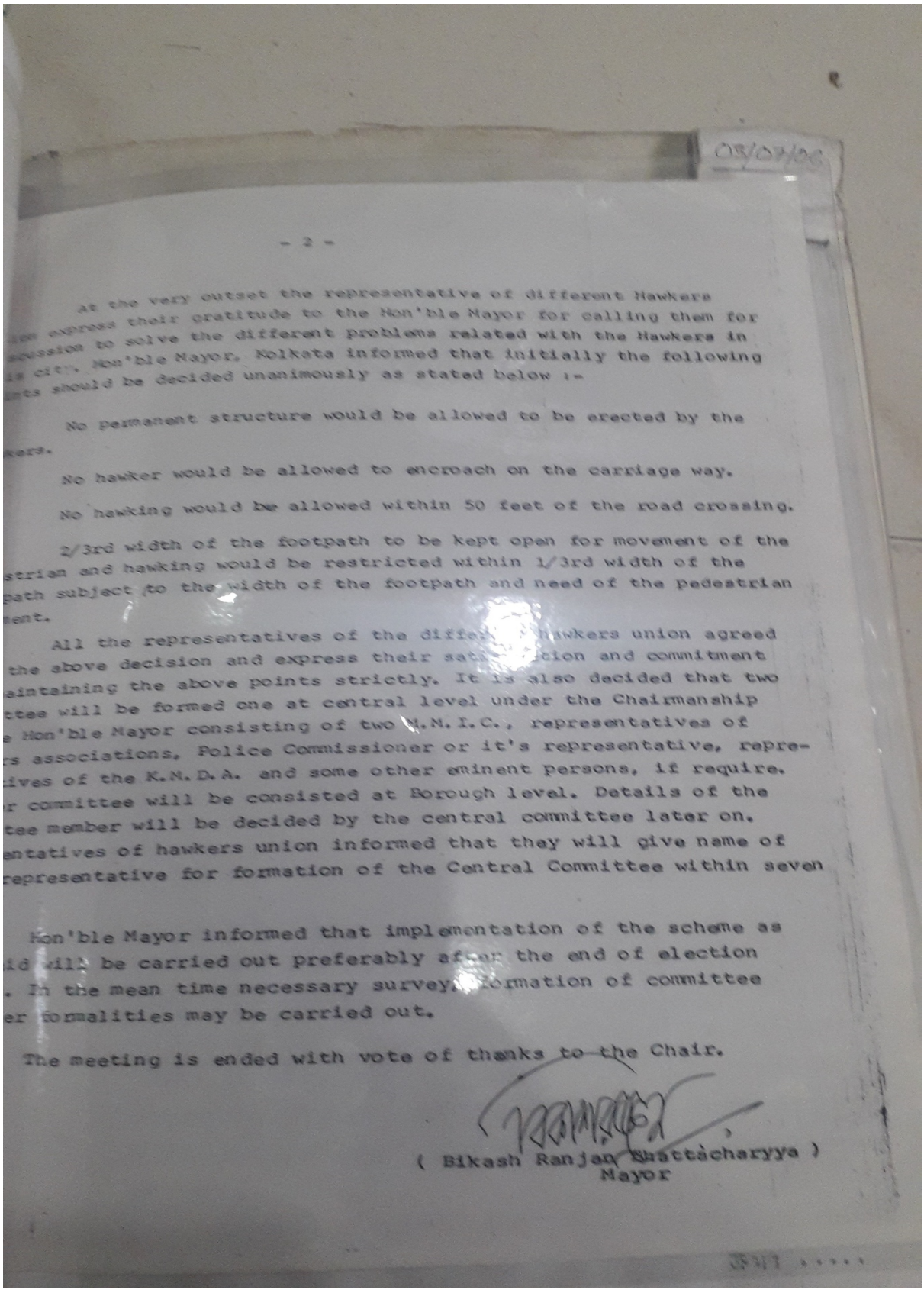

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/2
VOLUME-1, ISSUE-2-3, ibjcal2019SD09, pp. 128-137

03/07/06

- 2 -

At the very outset the representative of different Hawkers ...ion express their gratitude to the Hon'ble Mayor for calling them for ...scussion to solve the different problems related with the Hawkers in ...is city. Hon'ble Mayor, Kolkata informed that initially the following ...nts should be decided unanimously as stated below :-

No permanent structure would be allowed to be erected by the ...kers.

No hawker would be allowed to encroach on the carriage way.

No hawking would be allowed within 50 feet of the road crossing.

2/3rd width of the footpath to be kept open for movement of the ...strian and hawking would be restricted within 1/3rd width of the ...path subject to the width of the footpath and need of the pedestrian ...ment.

All the representatives of the diffe... hawkers union agreed ...the above decision and express their sati...ction and commitment ...aintaining the above points strictly. It is also decided that two ...ttee will be formed one at central level under the Chairmanship ...e Hon'ble Mayor consisting of two M.M.I.C., representatives of ...rs associations, Police Commissioner or it's representative, repre-...tives of the K.M.D.A. and some other eminent persons, if require. ...r committee will be consisted at Borough level. Details of the ...tee member will be decided by the central committee later on. ...entatives of hawkers union informed that they will give name of ...representative for formation of the Central Committee within seven

Hon'ble Mayor informed that implementation of the scheme as ...id will be carried out preferably after the end of election ... In the mean time necessary survey, formation of committee ...er formalities may be carried out.

The meeting is ended with vote of thanks to the Chair.

(Bikash Ranjan Bhattacharyya)
Mayor

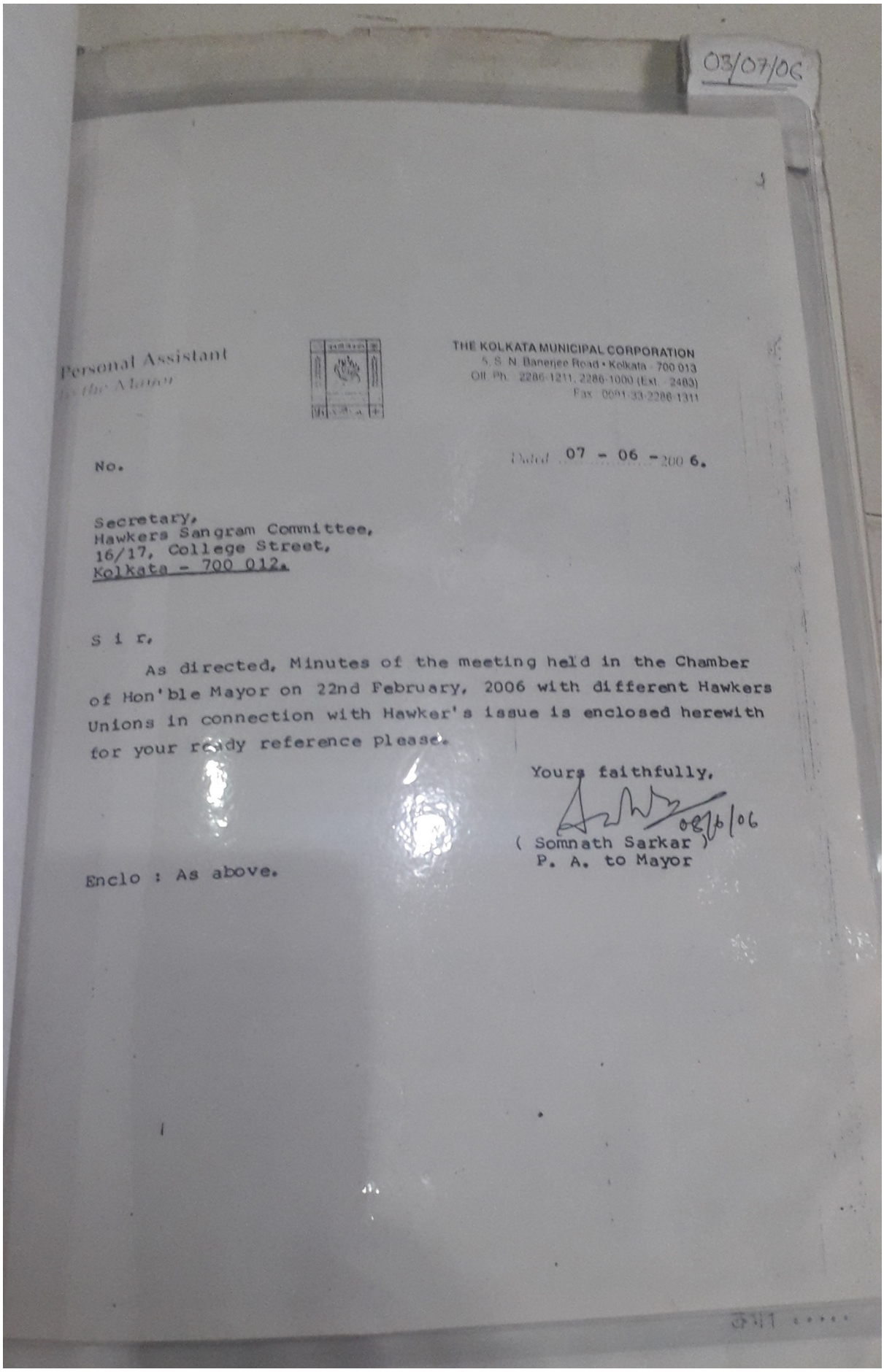

03/07/06

Personal Assistant
to the Mayor

THE KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
5, S. N. Banerjee Road • Kolkata - 700 013
Off. Ph. 2286-1211, 2286-1000 (Ext. 2483)
Fax 0091-33-2286-1311

No. Dated 07 - 06 - 2006.

Secretary,
Hawkers Sangram Committee,
16/17, College Street,
Kolkata - 700 012.

S i r,

As directed, Minutes of the meeting held in the Chamber of Hon'ble Mayor on 22nd February, 2006 with different Hawkers Unions in connection with Hawker's issue is enclosed herewith for your ready reference please.

Yours faithfully,

08/6/06

(Somnath Sarkar)
P. A. to Mayor

Enclo : As above.

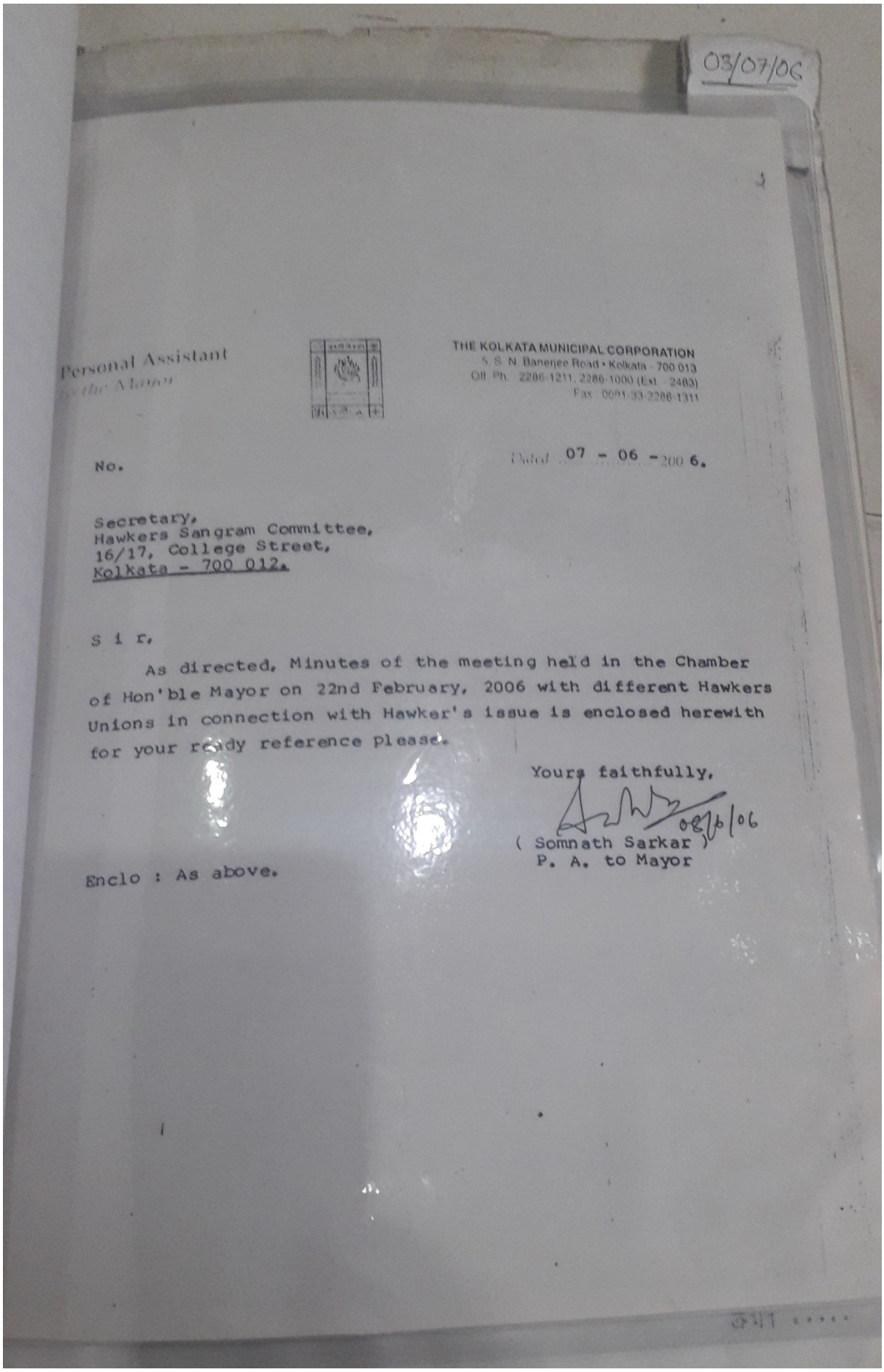

03/07/06

Personal Assistant
to the Mayor

THE KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
5, S. N. Banerjee Road • Kolkata - 700 013
Off. Ph. 2286-1211, 2286-1000 (Ext. 2483)
Fax 0091-33-2286-1311

No.

Dated 07 - 06 - 2006.

Secretary,
Hawkers Sangram Committee,
16/17, College Street,
Kolkata - 700 012.

S i r,

As directed, Minutes of the meeting held in the Chamber of Hon'ble Mayor on 22nd February, 2006 with different Hawkers Unions in connection with Hawker's issue is enclosed herewith for your ready reference please.

Yours faithfully,

08/6/06

(Somnath Sarkar)
P. A. to Mayor

Enclo : As above.